# পুলিশের অনুমদিত পরিকল্পনা

# চাইল্ড - সেফ

## শিশুদের বিরুদ্ধে অপরাধ কমানে......

## অভিভাবক / দেখাশোনা করার লোকদের জন্য নির্দেশাবলী

এই বুকলেটের কিছু তথ্য যৌন তথ্যাবলী পূর্ণ
কিছু অভিভাবক মনে করতে পারেন এটা শিশুদের পড়ার জন্য সঠিক নয়।

ব্রিস্টল সেফ-গার্ডিং চিলড্রেন্স বোর্ডের দ্বারা অনুমদিত

© এভন এবং সমারসেট কন্টাবুলারি ২০০৬

*এই বুকলেট পড়ার সময় ভয় বা উদ্বেগের সূচনা না করা খুব কঠিন। যারা শিশুদের দেখাশোনা করেন, তাদের সবার জন্য শিশুদের উপর অত্যাচার একটি জটিল এবং সংবেদনশীল বিষয়। কিছু পিতামাতা এটা মনে করেন যে এই ব্যাপার তাদের সন্তানের সাথে হবে না, অন্যরা আবার যতক্ষণ তাদের সন্তান বাইরে থাকে, ততক্ষণ তাদের সুরক্ষার জন্য দুশ্চিন্তা করেন। আপনার নিজের যাই মনে হোক, যে ক্লাব বা সংস্থা আপনাকে এই তথ্যাদি দিয়েছে তারা মনে করেন আপনার শিশুর কল্যাণ অত্যন্ত জরুরী। 'চাইল্ড সেফ' অনুশীলনের নীতি অনুযায়ী, আপনাকে কর্মীদের বিষয়ে প্রশ্ন করতে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে, এবং মাঝে মধ্যে ফোন করে কি হচ্ছে তা জানতে বলা হচ্ছে। আমি আপনাকে অনুরোধ করছি এটা করতে।*
*যদি সমাজকে এমন বানাতে হয় যেমন আমরা সবাই ভবিষ্যতের সমাজকে চাই, তাহলে আমাদের শিশুদের একটি ভয়-মুক্ত লালনপালনের পরিবেশে বড়ো করা অত্যন্ত জরুরী।*

*গ্যাবি লোগান*

## ১ আপনার শিশুকে অত্যাচারের থেকে রক্ষা করা

অনেক পিতামাতা মনে করেন তাদের শিশুরা অত্যাচারের শিকার হতে পারে যখন শিশুরা তাঁদের চোখের আড়ালে থাকে - খেলাধুলা করে বা বাড়ির বাইরে কোন রকম কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করে।

এই নির্দেশক আপনার শিশুদের রক্ষা করার জন্য লেখা হয়েছে, যখন তারা কোন সংগঠিত ক্লাব বা দলের সাথে যুক্ত আছে। এই নির্দেশাবলী প্রাথমিকভাবে এভন্ ও সমারসেট কনস্ট্যাবুলারির (Avon and Somerset Constabulary) জন্য তৈরী হয়েছিল, যা একটি শিশু সুরক্ষা তথ্য প্যাকের (child safety information pack) অংশ, এবং এটা খেলার ক্লাবে ও শিশুদের কর্মসূচীর সংগঠকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। এই প্যাকে সাম্প্রতিক কালে শিশু সুরক্ষা বিশেষজ্ঞদের মতামত যোগ করা হয়েছে, এবং বিশেষভাবে আপনাদের মতো অভিভাবক, পিতামাতা ও দেখাশোনাকরার মানুষদের জন্য লেখা হয়েছে।

এই বুকলেটের শিশু সুরক্ষা নির্দেশাবলী তৈরী করা হয়েছে আপনাকে আরো সুরক্ষিত বোধ করাতে, এবং আপনার সন্তানদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করতে। রাস্তা সুরক্ষার মতো, এই নিয়মগুলি আপনি আপনার পরিবারের দৈনন্দিন জীবনের অংশ করতে পারেন।

## ২ শিশুর উপর অত্যাচার কাকে বলে?

আমাদের শিশুদের দেখাশোনা করে এমন অধিকাংশ মানুষই নিরাপদ। কিন্তু দুঃখজনক ভাবে কিছু প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষ শিশুদের ক্ষতি করার অভিপ্রায় নিয়ে, তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে পারদর্শি।

এই রকম অবস্থা যে কোন জায়গায় হতে পারে - পরিবারের মধ্যে, বিদ্যালয়ে, এবং খেলাধুলা ও অন্যান্য শিশুদের দলগত কর্মসূচীর জায়গায়। তথ্য অনুযায়ী, অধিকাংশ রিপোর্ট করা কেসগুলিতে দেখা যায় শিশুরা তাদের পারিবারিক গৃহে অত্যাচারীত হচ্ছে, বা এমন কারোর দ্বারা অত্যাচারীত হচ্ছে যে শিশু ও তার পরিবারের পরিচিত।

'গ্রুমিং' শব্দটি ব্যবহার হচ্ছে কোন পেডোফাইল (paedophile) বা শিশু অত্যাচারীর ব্যবহারকে বর্ণনা করার জন্য ব্যবহার হয়, বিশেষত্ব তারা যখন শিশুর বা তার পিতামাতার সাথে বন্ধুত্ব করতে বা তাদের ভরসা অর্জন করার চেষ্টা করে। 'গ্রুমিং' এর মাধ্যমে অপরাধী শিশুদের কাছে আসতে পারে অথবা শিশুর সাথে নিজস্ব নৈকট্য পায়, তার ক্ষতি করার অভিপ্রায় নিয়ে (যেমন শিশুকে অত্যাচার করার অভিপ্রায় নিয়ে)।

এই রকম 'গ্রুমিং' কয়েক ঘন্টার মধ্যে, দিনে মধ্যে, সপ্তাহের মধ্যে বা বছরের মধ্যে হতে পারে, যা নির্ভর করবে শিশুর সংবেদনশীলতার উপর ও অত্যাচারী শিশুর কাছে কতোটা প্রবেশাধিকার পাচ্ছে তার উপর। 'গ্রুমিং' করা হতে পারে বন্ধুত্ব করার চেষ্টা দিয়ে, যার পরে শিশুর কাছে প্রবেশাধিকার পাওয়া যায়, যার থেকে শিশুর নিজস্ব সীমারেখা সম্বন্ধে জানা যায়। শিশুর বা অল্পবয়স্কের আত্মসম্মান, আত্মবিশ্বাস এবং সর্তকতা অত্যাচারীর এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদাণ করবে। সীমারেখা অনেক পদ্ধতির দ্বারা পরীক্ষা করা যায়, যেমন চুম্বন, ছোঁয়া এবং কথাবলা। শিশুদের পর্ণগ্রাফিক ছবি বা ভিডিও দেখিয়ে তার সীমারেখা পরীক্ষা করা এবং অবশেষে অত্যাচারের জন্য 'গ্রুমিং' করা খুব প্রচলিত রীতি।

অতিরিক্ত ভাবে, শিশুদের অত্যাচারের জন্য 'গ্রুমিং' করা এখন যৌন অপরাধের ধারা ২০০৩ এর অন্তর্গত হয়েছে।

এই ধারা মানে যে শিশুরা এমন মানুষদের থেকেও ঝুঁকিতে থাকে যারা শিশুদের সাথে কাজ করে, বা কোন ভরসা করার মত জায়গায় আছে। এই ধারা শিশুদের  সাথে ব্যবহারের পরিস্কার সীমারেখা তৈরী করে দিয়েছে। বিভাগ ১৫ তে বলা আছে যদি কোন মানুষ ১৮ বছরের বেশী বয়সের হয়, এবং কোন ১৬ বছরের কম বয়সী শিশুর সাথে অন্তত দুই বার যোগাযোগ করে থাকে (যার মধ্যে টেলিফোনে ও ইন্টারনেটে যোগাযোগ অন্তর্ভূক্ত হবে), তাহলে এই ধারা অনুসারে কোন অপরাধ করার অভিপ্রায় নিয়ে সেই শিশুর সাথে দেখা করা, বা দেখা করার জন্য পৃথিবীর কোথাও ভ্রমণ করাকে অপরাধ গণ্য করা হবে। এই ধারা অনুসারে কোন অপরাধ করা মানে যৌন অপরাধ। উদাহরণ স্বরুপ, নিজের যৌন তৃপ্তির জন্য শিশুকে অন্যের যৌন ক্রিয়া দেখতে দেওয়াকে অপরাধ বলা হয়, তা হয় সত্যি হচ্ছে এমন, বা কোন ফিল্মে দেখানো হচ্ছে এমন হতে পারে। শিশুকে যৌন ক্রিয়ায় লিপ্ত করা অবশ্যই অপরাধের মধ্যে পরবে। এই ধারা অনুযায়ী যে সব মানুষ ১৩ বছরের কম বয়সী শিশুদের উপর অত্যাচার করেন, তাদের কোর্ট আরো কড়া শাস্তি দেবে।

শিশু অত্যাচারের অনেক রকম হতে পারে, কিন্তু তা চারটি প্রধাণ বিভাগে পরে :

## যৌন অত্যাচার

যৌন অপরাধীরা সব সময় না হলেও অধিকাংশ সময় পুরুষ হয়, এবং তারা সব রকম প্রক্ষাপট থেকে ও সব সমাজিক সব স্তর থেকে আসতে পারে। তারা অনেক সময় এমন কর্মক্ষেত্র ও কার্যসূচী পছন্দ করে নেয় যা তাদের শিশুদের সংস্পর্শে আসতে সাহায্য করে :

- শিশুদের কর্মসূচীর দলনেতা হওয়া
- শিশুদের খেলাধুলায় কোচ বা সেচ্ছাসেবক হওয়া
- বিদ্যালয়ের কর্মী হওয়া
- শিশুদের দেখাশোনা করার কাজ নেওয়া

শিশুদের যৌন অত্যাচার যোনি পথের যৌন সম্পর্ক থেকে শুরু করে মলদ্বারের যৌন সম্পর্ক, ম্যাসটারবেশান (Masturbation), মৌখিক যৌন ক্রিয়া, আদর করা, 'ফ্ল্যাশিং' বা যৌন অঙ্গ দেখনো বা অনুপযুক্ত ছোঁয়া পর্যন্ত হতে পারে।

## শারিরীক অত্যাচার

যে সব শিশুরা অহত হয় বা আঘাত পায় এবং যারা অস্বাভাবিক অঘাতের চিহ্ন দেখায়, তারা শারীরিক ভাবে অত্যাচারিত হতে পারে।

এই ধরণের অত্যাচার শিশুদের মদ বা মাদক দ্রব্য দেওয়ার মাধ্যমেও হতে পারে। যে সব লক্ষণের জন্য সজাগ থাকবেন, সেগুলি হল শিশুর ব্যবহার বা মানসিকতায় কোন রকম পরিবর্তন, প্রাপ্তবয়স্করা কাছে এলে নিজেকে শিউরে ওঠা, এবং একটি 'ফ্রোজেন ওয়াচফুলনেস'/ হীম হয়ে যাওয়া সজাগতা মধ্যে থাকে, অথবা ভয় পাওয়া বা নিজেকে গুটিয়ে নেওয়া।

খেলাধুলা বা কর্মসূচীর ক্ষেত্রে, শারীরিক অত্যাচার হতে পারে যখন শিশুরা তার বড়োদের বা প্রাপ্তবয়স্কের দ্বারা উৎপিড়িত হয়। উদাহরণ স্বরুপ, বেশী কঠিন ট্রেনিং বা ব্যায়াম অনেকের কাছে উৎপিড়নের মতো মনে হতে পারে। উৎপিড়িত শিশুরা অনেক সময় ভয়ের, মেজাজ বদলের, গুটিয়ে থাকে ব্যবহারের বা কর্ম সম্পাদনের মানে পরিবর্তন দেখায়।

## অবহেলা

এটা তখনি হয়, যখন প্রাপ্ত বয়স্করা শিশুর মৌলিক প্রয়োজনগুলি মেটাতে পারে না, যেমন খাবার, গরম জামা বা প্রয়োজনীয় চিকিৎসা প্রদান করা। এর মধ্যে অল্পবয়সী বা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এমন শিশুকে বাড়ির ভিতরে বা বাইরে একা রাখা।

অবহেলা কোন সংগঠিত কর্মসূচীর সময় ও হতে পারে, যখন অল্পবয়সীদের আহত হওয়ার ঝুঁকির মধ্যে রাখা হয়, বা তাদের সুরক্ষা ও ভালো থাকা নিশ্চিত করা না হয়।

## মানসিক অত্যাচার

এই ধরণের অত্যাচারে শিশুকে অবিরাম মানসিক ভাবে খারাপ ব্যবহারের সম্মুখীন করা হয়, উৎপীড়ন করা হয়, বা স্বেচ্ছাকৃত ভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়। সব অত্যাচার কোন রকমের মানসিক খারাপ ব্যবহারের সাথে আসে, যা কোন সংগঠিত কার্যক্ষেত্রে হতে পারে, বা কোন ব্যক্তিগত পরিস্থিতিতে হতে পারে। সাংসারিক অত্যাচারের মধ্যে থাকা শিশুরা এর মধ্যে পরতে পারে, অথবা পিতামাতার অনুপযুক্ত চাহিদার জন্য হতে পারে।

যে কোন খেলায় অংশগ্রহণকারী শিশু এবং অল্পবয়সীদের পিতা মাতা ও দেখাশোনা করার লোকজনের কোন অতিরিক্ত ব্যক্তিত্ব পরিবর্তনের জন্য খেয়াল রাখা উচিত (বিশেষ করে সে কোন উচ্চবর্গের খেলোয়ার হলে)।

প্রাপ্তবয়স্কদের দ্বারা শিশুদের উপর অত্যাচারী ব্যবহার বিভক্ত করা যায় এই সব শিরোনাম অনুসারে , যেমন খাটো করে দেখানো, অপমান করা, চেঁচানো, অন্যের দোষ ঘারে চাপিয়ে দেওয়া, প্রত্যাখ্যান করা, একা করে দেওয়া, সব রকম প্রভেদ আরোপ করা, ভয় দেখানো, এবং অবহেলা করা। শিশুরা এর জন্য নির্বোধ, অপ্রয়োজনীয়, উদ্বিগ্ন, কম আত্মবিশ্বাসী, অপমানিত, দমিত, ভয় এবং ক্রুদ্ধ বোধ করতে পারে।

*(এম জারভিস (M GERVIS) এবং এন ডান (N DUNN) - উচ্চবর্গের শিশু খেলোয়ারদের কোচের দ্বারা মানসিক অত্যাচার, ২০০৩)।*

## শিশু সুরক্ষার দিকে এগোনো

মনে রাখবেন শিশু অত্যাচারের বিষয়ে কিছু প্রক্ষাপট খেয়াল রাখতে হবে :

- অধিকাংশ প্রাপ্তবয়স্ক শিশুদের কখোন ক্ষতি করবে না
- শিশুদের স্বাধীনভাবে বাঁচতে দেওয়া উচিৎ, এবং নিজেদের দেখেশুনে রাখতে শেখানো উচিৎ - তাদের একটি তুলোর মোড়োকে জড়িয়ে রাখার প্রয়োজন নেই।

## ৩ আমার সন্তান অত্যাচারীত হচ্ছে কিনা কিভাবে বুঝবো?

শিশুদের অত্যাচার শারীরিকভাবে, মানসিকভাবে, এবং চিকিৎসাগতভাবে তার লক্ষণ দেখাতে পারে। আপনার শিশু অত্যাচারের ধরণের বিষয়ে বলতে পারে আপনার প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য। উদাহরণ স্বরুপ তারা 'একটা কথা গোপনীয় রাখার' বিষয়ে বলতে পারে।

এখানে সব থেকে প্রচলিত কয়েকটি লক্ষণের কথা বলা হল, যে বিষয়ে আপনাকে নজর রাখতে হবে :

- ব্যাখ্যাহীন বা চিকিৎসা না হওয়া কোন আঘাত বা ক্ষত।
- ক্রমাগত পেটের ব্যাথা বা অন্য কোন শারীরিক অসুখে ভোগা, যার কোন চিকিৎসাগত কারণ নেই।
- আক্রমণশীল বা গুটিয়ে যাওয়া ব্যবহার এবং আঘাতের বিষয়ে কোন কথা না বলতে চাওয়া ।
- বিদ্যালয়ে না যেতে চাওয়া বা হঠাৎ করে বিদ্যালয়ে খারাপ ফল করা।
- তাদের স্বাভাবিক সামাজিক ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণ না করতে চাওয়া
- আকষ্মিক প্রাপ্তবয়স্কদের ভয় পাওয়া, এবং তারা ছুঁলে সিউরে ওঠা
- যৌনতা পূর্ণ ব্যবহার এবং ভাষা
- অপ্রত্যাশিত অর্থ পাওয়া
- ব্যবহার ও চেহারায় পরিবর্তন আসা, যেমন ওজন কমা, এবং নোংরা ও অপরিস্কার হয়ে যাওয়া।

এই সব লক্ষণগুলির বিষয়ে সজাগ থাকা জরুরী। কিন্তু আপনার সন্তান এর কিছু বা সব লক্ষণ দেখানো মানেই সে অত্যাচারিত হচ্ছে এমন নয় - এর অন্য কারণ থাকতে পারে। এছাড়া, কোন রকম লক্ষণ না দেখা গেলেও আপনার নিজের মনে হতে পারে কিছু একটা গন্ডোগোল হয়েছে।

আপনাকে এমন কোন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির উপর নজর রাখতে হবে যে আপনার শিশুর প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগ দিচ্ছে, কারণ এটা ভবিষ্যতের অত্যাচারীর সর্বোতম লক্ষণ। যেমন :

- উপহার, খেলনা বা আনুকুল্য দেখানো
- আপনার শিশুকে ছুটিতে বা বেড়াতে নিয়ে যেতে চাওয়া
- শিশুর সাথে একা থাকার সুযোগ খোঁজা

## ৪ আমার সন্তানকে রক্ষা করতে আমি কি করতে পারি?

অল্পবয়সী ছেলে বা মেয়েরা অত্যাচারের শিকার হতে পারে, টিনেজাররাও হতে পারে। পিতামাতা, অভিভাবক বা দেখাশোনা করার লোকজন সেই ঝুঁকি কমাতে পারেন শিশু সুরক্ষার কিছু বা সবগুলি নিয়ম মেনে :

**সবসময় :**

- আপনার সন্তান কোথায় আছে খেয়াল রাখুন

- আপনার সন্তান কাদের সাথে আছে তা জানুন
- আপনার সন্তান কখন বাড়ি ফিরবে জানুন
- এটা নিশ্চিত করুন যে আপনার সন্তান জানে আপনি কোথায় আছেন এবং আপনাকে কিভাবে যোগাযোগ করতে হবে
- সন্তানের দুশ্চিতাক্ষর বিষয়গুলি মন দিয়ে শুনুন এবং আশ্বাস দিন তাদের কথা শোনা হবে।

## আপনার সন্তানদের এও শেখান যে :

- তারা যেন ভালো ও খারাপ ছোঁয়ার মাঝে পার্থক্য করতে পারে। যদি এই বিষয়টি তাদের কাছে পরিস্কার না হয়ে থাকে তাহলে তাদের আপনার সাথে কথা বলতে উৎসাহ দিন।
- তাদের ‘নিরাপদ’ গুপ্ত কথা, যা গুপ্ত রাখা একটি মজার বিষয়, এবং ‘বিপদ্দজনক’ গুপ্ত কথা, যা তাদের উদ্বিগ্ন ও দুঃখী করছে, সেই দুটির মধ্যে পার্থক্য করতে শেখান। কোন চমক দেওয়া জন্মদিনের পার্টির বিষয়ে গুপ্ত কথা ভালো ব্যপার, কিন্তু কেউ যেন তাদের গোপন ছোঁয়ার কথা গুপ্ত রাখতে না বলে।
- একটি পারিবারিক সংকেত শব্দ তৈরী করুন - আপনাদের একটি ’কিডস্কেপ কোড / kidscape code’ এর কথা ভাবা উচিৎ। যদি কেউ তাদের বাড়ি ফিরিয়ে নিতে আসে, তাহলে সংকেত শব্দ না জানলে তারা আসবে না। আপনার শিশুর জন্য একটি ট্রাভেল পাস (travel pass) এবং/বা ফোন কার্ডের (phone card ) মানে সে আপনাকে যোগাযোগ করতে পারবে বা সাহায্য ছাড়া বাড়ি ফিরতে পারবে।
- সন্তানদের সাহস দিন যা করতে তাদের খারাপ লাগছে বা ভয় লাগছে, তা করতে রাজি না হতে, এবং যদি কেউ তাদের এমন ভাবে ছোঁয় যা তাদের বিপদ সংকেত দেয় বা বিব্রত করে, তাহলে তা আপনাকে জানাতে। সেই ব্যক্তি তাদের চেনা কেউ হলেও একি কাজ করতে - কারণ বেশীর ভাগ অত্যাচারী অজানা মানুষ হয় না।
- তাদের কোন রকম খারাপ কিছু হলে সর্বদা আপনাকে তা জানাতে বলুন - যদি তারা কোন নিয়ম ভেঙে থাকে তাহলেও - এবং আপনি ব্যপারটা মিটিয়ে নিতে সাহায্য করবেন আশ্বাস দিন। শিশুরা অনেক সময় অত্যাচারের কথা গোপন করে কারণ তারা বিপদে পরার ভয় পায়।
- তাদের গোলমাল করতে বলুন ! যদি কেউ তাদের ছুঁতে চায় বা হঠাৎ আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করে, তাহলে তারা যেন ‘না’ বলে চেঁচায় এবং যতো তাড়াতাড়ি পারে ছুটে পালায়। তারপরে যেন আপনাকে বা অন্য কোন প্রাপ্ত বয়স্ককে সে কথা জানায়।

**মনে রাখবেন** - আপনার সন্তানকে সুরক্ষিত রাখা সব থেকে জরুরী - সুরক্ষিত রাখতে গিয়ে কোন নিয়ম ভঙ্গ হলে তাও করবেন।

- মন খোলা রেখে আপনার সন্তানের কথা শোনা খুবই জরুরী।

## ক্লাব বা কোন দলে যোগ দেওয়া

আপনার সন্তানকে কোন ক্লাব বা কোন দলে যোগ দিতে দেওয়ার আগে, বা তাদের কোন রকম সংগঠিত কার্যকলাপে পাঠানোর আগে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি খেয়াল রাখবেন :

- অন্য অভিভাবকদের থেকে সেই দল সম্বন্ধে তাদের অভিজ্ঞতার কথা শুনুন - তাঁরা কি নিশ্চিন্ত যে তাদের সন্তনরা ভালো লোকের হাতে আছে?
- কর্মী এবং সেচ্ছা সেবকদের জিজ্ঞাসা করুন তারা কখনো পুলিশের কাছে ধরা পরেছে কিনা এবং তারা কতদিন সেই ক্লাব / দলের সাথে যুক্ত।
- পুলিশ বা স্থানীয় কর্মকর্তাদের জিজ্ঞাসা করুন তাদের ওই দলের সাথে কোন রকম যোগাযোগ আছে কিনা।

- ক্লাবটি কি স্থানীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ভালো ভাবে পরিচিত? সেটা কতদিন ধরে চলছে? সেটা কি স্থানীয় বিদ্যালয়, চার্চ, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, যুবক ও সম্প্রদায়ের পরিষেবার কাছে পরিচিত?
- জিজ্ঞাসা করুন কতজন প্রাপ্ত বয়স্ক শিশুদের দেখাশোনা করবেন। আপনার সন্তান কি সব সময় অন্য শিশুদের সাথে থাকবে এবং কখনো কোন একজন বা একাধিক প্রাপ্ত বয়স্কের সাথে একা থাকবে না?
- পোশাক পরিবর্তন ও টয়লেটের কি ব্যবস্থা থাকবে?
- দলটি কি অভিভাবকদের জরিত হওয়াকে উৎসাহ দেয়?
- দলটির কি কোন লিখিত নীতি আছে যা পরিস্কার করে বলা যে তাদের তত্বাবধানের থাকা শিশুদের অত্যাচারের থেকে রক্ষা করতে তারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ? এটা কি কোন বৃহত্তর সংগঠনের অংশ, যাদের পরিস্কার করে জানানো শিশু সুরক্ষার নিয়ম আছে? সেটা কি কর্মী ও সেচ্ছা সেবকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও দায়িত্ব সম্বন্ধে জানায়? সেখানে কি কোন সুশিক্ষিত ফার্স্ট-এইডার (qualified first aider) হাতের কাছে থাকবে?

আপনি যদি অন্য কোন অভিভাবককে ভালো করে চেনেন, তাহলে এই কাজগুলি নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিতে পারেন। যদি তাও আপনার মনে দ্বিধা থাকে, তাহলে সোশাল সার্ভিস বা এই বুকলেটের শেষে তালিকা ভুক্ত সংস্থাগুলিকে যোগাযোগ করুন।

### একবার আপনার সন্তান দলটিতে যোগ দিলে……

- সময় সময়ে ফোন করে দেখুন কি হচ্ছে
- আপনার সন্তানের সাথে কার্যকলাপ সম্বন্ধে কথা বলুন এবং যদি আপনার সন্তান সেখানে যেতে অনিচ্ছুক হয়, তাহলে তার কথা মন দিয়ে শুনুন
- অন্য অভিভাবকদের সাথে কথা বলুন।

## ৫ আমার সন্তান যদি জানায় তাকে অত্যাচার করা হচ্ছে, তাহলে আমার কি করা উচিৎ?

- সব থেকে জরুরী, স্থির থাকুন এবং আপনার সন্তানের কথা মন দিয়ে শুনুন।
- আপনি খুবই দূর্দশাগ্রস্ত হবেন - কিন্তু এমন কোন ব্যবহার করবেন না যাতে আপনার সন্তান আরো উদ্বিগ্ন হয়ে পরে।
- এবং তাদের বকবেন না যদি তারা আপনার কথা অমান্য করতে গিয়ে অত্যাচারিত হয়ে থাকে।
- আপনার সন্তান যেন জানে আপনি তার কথা বিশ্বাস করছেন, এবং যা হয়েছে তার জন্য সে কোনভাবেই দোষী নয়।
- আপনার সন্তানকে তার ইচ্ছা অনুযায়ী যতো বেশী, বা যত কম কথা বলে, তা বলতে দিন। তারা যতটা চাইছে তার বেশী তথ্য জানতে চাইবার চেষ্টা করবেন না।
- আপনার উদ্বেগের কারণ নিয়ে সোশাল সার্ভিস বা পুলিশকে সরাসরি যোগাযোগ করুন।
- মনে রাখবেন সোশাল সার্ভিস এবং পুলিশক উচ্চ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত, এবং তারা আপনার উদ্‌বেগের বিষয়টি সংবেদনশীল ভাবে দেখবে।

**আপনি যদি সন্দেহ করেন আপনার সন্তান অত্যাচারিত হচ্ছে, তাহলে আপনি খুবই বিচলিত হবেন, এবং আপনই বিশ্বাস করতেন এমন কারোর উপর রাগও হতে পারে।**

**সেই দোষী বলে ধারণা করা ব্যক্তির মুখমুখি হবেন না, সাহায্য চান, এবং আপনার উদ্‌বেগের কথা রিপোর্ট করুন। এই রকম খারাপ সময়ে মানুষকে সাহায্য করার জন্য অনেক সংস্থা আছে।**

**মনে রাখবেন** - এই নির্দেশাবলী গুলি আপনাকে আপনার সন্তানের সুরক্ষা সম্বন্ধে নিশ্চত করার জন্য করা হয়েছে। বেশীর ভাগ প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষ অত্যাচারী নয়, তাই আপনার আকারণে ভয় পাওয়ার প্রয়োজন নেই - বা আপনার সন্তানকে ভয় দেখানোর দরকার নেই।

এই বুকলেট এবং তথ্যের প্যাকের উপদেশ মানলে, আপনার সন্তান যখন কোন তরুণদের কার্যকলাপে অংশ গ্রহণ করছে, তখন আপনি তাকে রক্ষা করতে পারবেন, এবং তাদের স্বাধীনভাবে ও আত্মনির্ভর ভাবে বড়ো হতে সাহায্য করবেন।

# ৬ স্থানীয় পেশাদারদের সাথে যোগাযোগ

## সংগঠক এবং অভিভাবকদের জন্য নির্দেশাবলী

এভন এ্যান্ড সমারসেট কনস্ট্যাবুলারি চাইল্ড প্রটেকশানটিম - লকলিজ (গরেআটের ব্রিস্টল অঞ্চল)
Avon and Somerset Constabulary Child Protection Team – Lockleaze (Greater Bristol Area)
টেলিফোন : 0117 945 4320

এভন এ্যান্ড সমারসেট কনস্ট্যাবুলারি চাইল্ড সেফ টিম - পুলিশ হেড কোয়াটার
Avon and Somerset Constabulary Child-Safe Team – Police Headquarters
টেলিফোন : 01275 816131

ব্রিস্টল সোশাল সার্ভিসেস চাইল্ড কেয়ার ডিউটি টিম (কাজের সময়ের পরে, উইকেন্ডে ও ছুটির দিনে)
Bristol Social Services Child Care Duty and Assessment Teams
সেন্ট্রাল - টেলিফোন : 0117 903 6500
নর্থ - টেলিফোন : 0117 903 8768
সাউথ - টেলিফোন : 0117 353 2200
ইষ্ট - টেলিফোন : 0117 955 8231

সোশাল সার্ভিসেস এমারজেন্সি ডিউটি টিম (কাজের সময়ের পরে, উইকেন্ডে ও ছুটির দিনে)
Social Services Emergency Duty Team (out of hours, weekends and public holidays)
টেলিফোন : 01454 615165

ব্রিস্টল ইয়াং পিপলস সার্ভিসেস (Bristol Young People's Services)
টেলিফোন : 0117 353 2277

চাইল্ড-লাইন (Childline)
টেলিফোন : 0800 1111
www.childline.org.uk

বারনারডোজ (Barnardos)
টেলিফোন : 0117 941 5841
www.barnardos.org.uk
www.barnardos.org.uk/resources/resources_links.htm

কিড-স্কেপ (Kidscape)
152 Buckingham Palace Road, London, SW1W 9TR
টেলিফোন : 020 7730 3300
www.kidscape.org.uk

এন. সি. এইচ. দ্যা চিলড্রেন্স চ্যারিটি (NCH the children's charity )
টেলিফোন : 0117 935 4440
www.nch.org.uk

এন. এস. পি. সি. সি. (ন্যাশানাল সোসাইটি ফর প্রিভেনশান অফ্ ক্রুয়েলটি টু চিলড্রেন)
NSPCC (National Society for the Prevention of Cruelty to Children)
হেল্প-লাইন টেলিফোন : 0808 800 500 (সারা দিনে ২৪ ঘন্টা )
ই-মেল : help@nspcc.org.uk
www.nspcc.org.uk

লোকাল সেফ-গার্ডিং চিলড্রেন বোর্ড (Local Safeguarding Children Board)
www.everychildmatters.gov.uk
এশিয়ান হেল্প-লাইন সার্ভিস ( ভোর ১:০০ থেকে রাত ৭:০০)
টেলিফোন : 0800 096 7719

হেল্প-লাইন ফর্ ডেফ (Helpline for Deaf)
টেলিফোন : 0800 400 222
সোম থেকে শুক্র সকাল ৯:৩০ থেকে রাত ৯:৩০
শনিবার ও রবিবার সকাল ৯:৩০ থেকে রাত ৮:০০

**অনুগ্রহ করে এই সব সংস্থা ও মানুষদের যোগাযোগ করুন যখন আপনার সাহায্য বা উপদেশ প্রয়োজন। এদের যোগাযোগ করার বিস্তারিত কোন সুরক্ষিত জায়গায় রাখুন, যেখানে সুবিধাজনক ভাবে পাওয়া যাবে। একটি সাম্প্রতিক যোগাযোগের তালিকা দেখতে হলে এই ওয়েব-সাইট দেখুন www.child-safe.org.uk এবং ব্রিস্টলের যোগাযোগের পাতা দেখুন।**

আপনার এলাকার স্থানীয় পরিষেবা সম্বন্ধে অতিরিক্ত তথ্য পেতে হলে ব্রিস্টল সিটি কাউন্সিলের ওয়েব-সাইট দেখুন - www.bristol-city.gov.uk

*কৃতজ্ঞতা স্বীকার :*

*চারিটি কিড-স্কেপের প্রতি, যারা তাদের নিজস্ব বস্তু আমাদের এই বুকলেটে রাখতে দিয়েছেন।*

*২০০৩ এ এম জার্ভিস ও এন্ ডান্ (M. GERVIS andN. DUNN) এর লেখা বই 'The Emotional Abuse of the Elite Child Athletes by Their Coaches'.*

# ‘চাইল্ডসেফ তথ্য প্যাক বিক্রির অর্থ আরো অপরাধ প্রতিরোধক পরিকল্পনার মূলধন যোগাতে সাহায্য করবে।’

## বাংলা

আপনি যদি এই তথ্যাবলী বিভিন্ন রুপে চান, উদাহরণস্বরুপ : ব্রেল, অডিও-টেপ, বড়ো ছাপার অক্ষরে, কম্পিউটারের ডিস্কে, অথবা গোষ্ঠিগত ভাষাগুলিতে, তাহলে অনুগ্রহ করে এর সাথে যোগাযোগ করুন : সুজান মার্টেল (**Susan Martell**) টেলিফোন : **0117 353 2275 / www.child-safe.org.uk/guidetranslation**

**Child-Safe International Ltd, Avon and Somerset Constabulary,**
**PO Box 37, Valley Road, Portishead, Bristol BS20 8QJ**
**Tel: 01275 816133/816596 Fax: 01275 816655**
**Charity Number: 1105726**

**www.child-safe.org.uk**